অসুন, সাপ–বিষয়ক কিছু কথা বলি

উদয়ন ঘোষচৌধুরী

এক

সাপ যদি মৃত্যুর মুখে-ও ধুকপুক করে, তবু আমরা তাকে বিশ্বাস করি না।
আমরা একবারও ভাবি না, ডানা-থ্যাঁতলানো প্রজাপতিটার মত তার বুকেও
একখানা ছোট্ট হৃদয় আছে, যা আকুলিবিকুলি করছে আর একটু বাঁচার জন্য।

বরং আমরা এইভেবে উল্লসিত হই, আমদের পাপবোধকে তাড়া করার
আর কেউ রইল না। আর কেউ দিনেরাতে ছোবল দেবে না আমাদের চেতনাকে।
সাপটার দেহাবশেষ আমরা আগুনকে খেতে দিয়ে বলি: এটাকে আমিই
মারলুম, জানেন...

দুই

আমাদের বাইরে হাসি মুখ আর ঘাড়-ঘোরানোর স্টাইল-ই তো একে অন্যের
থেকে আলাদা করে দেয়। নইলে, ভেতর থেকে ভেবে দেখুন, হাড়-মাংস-রক্ত
আর প্রজননে যা পাখি, তাই সাপ।

তিন

যে কবি লিখতে পারে না, তার দুটো হাত থাকা বা না-থাকা সবই তো
সমান। সে তো বুকে-হাঁটা প্রাণী, সে তো নির্বিষ সাপ।

চার

মানুষ যত বিষাক্ত হচ্ছে, সাপের সংখ্যা পৃথিবী থেকে তত দ্রুত কমে যাচ্ছে।

পাঁচ

যৌনতা আর মৌনতার মাঝামাঝি যে সাপ শুয়ে আছে, সে জানে পৃথিবীতে
এখনও শীতকাল। সে যেদিন থেকে মুখ তুলে তাকাবে, সেদিন-ই তো
হেসে উঠবে বসন্ত সকাল।

ছয়

গাছেদের মৃত্যুর পর কোনও পাখি সেখানে আসে না, পথিক -ও না।
শুধু এক জীর্ণ সাপ মাঝে মাঝে ভালমন্দ খবর নিয়ে যায়।

সাত

কখনও কোথাও কি হাড় জিরজিরে সাপেদের কথা শুনেছেন? পড়েছেন?
কোথাও না। কোথ্থাও না। কেন না, তারা খুব সুখে আর আনন্দে থাকে।
সাপেদের সাইকোলজিতে হিংসা চ্যাপ্টার নেই।

আট

বন্ধুরা প্রায়ই বলে: তুই বড় গালাগাল দিস!
বাবা বলে : স্বার্থপর! বড় হয়ে বাকিদের ভুলেই গেছিস!
মা কিছুই বলে না। শুধু কাঁদে, কাঁদে, আর কাঁদে
জীবে নয়, জড়ে নয়, ভালবাসা বেঁচে থাকে মিথ্যে প্রবাদে
অমৃতে হামলা-করা দেবতার কাজ, আমি শুধু নিয়ে যাব দু'চামচ বিষ
কি করে বোঝাই তোদের, সাপেদের পৃথিবীতে আমি তো এখনও ঘুরি শিক্ষানবিস

নয়

অমৃত-টমৃত খেয়ে ঢেঁকুর তুলে জিভ চাটতে - চাটতে দেবতারা
চৌত্রিশ-ছাব্বিশ - ছত্রিশের পাশবালিশে দু'পা তুলে ঘুমোতে গ্যালো
আর এক নোংরা গায়ে-গন্ধ অনার্য পাগল নুনে কাঁচা লংকার চাঁট দিয়ে
পড়ে-থাকা বিষটা চোঁ চোঁ করে মেরে দিলো। ব্যাপক একটা ঘ্যাম বৌ
ছিল তার। স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে তাদের ফটো-টটো তুলে আমরা
দেয়ালে দেয়ালে লাগিয়ে দিলাম: ভোট ফর...। রাতারাতি ব্যাটারা
ফেমাস হয়ে গ্যালো।
কেউ একবারও ভাবলাম না, যে প্রাণীটাকে দড়ির মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমরা
ছিবড়ে করে ব্যবহার করলাম, ছালচামড়া উঠে রক্তাক্ত সেই সাপটা কাতরাচ্ছে অন্ধকার
সমুদ্রের মধ্যে একা একা আর একা — আপনারা কেউ শুনছেন, ওকে
একটু হসপিটালে পৌঁছোবার ব্যবস্থা করবেন? প্লিজ?

দশ

আমাকে যদি তুমি সাপ বলে ভাবো
লক্ষ্মীছেলেদের মত ধারে - সিঁথি চুল আঁচড়াবো

এগার
ওদের কথা আর কবো না, ওদের নাম আনব না আর মুখে
শুধু যত বিষের বাটি, উপুড় করে ঢেলে যাব আমার নিজের বুকে

বারো
যে লোকটা বলেছিল, এর পরের বার আমার ঘাড় ধরে লিখিয়ে
নেবে পারিজাত ফুলের মত আশ্চর্য কবিতা—একদিন ঝড়জলের
রাতে ব্যালকনির অন্ধকার থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে নেমে গেল
সে। নিচে, অনেক নিচে, আরও নিচে। আমার রোগা-রোগা
হাত যতটা লম্বা হতে পারে, ততটা বাড়িয়ে দিতে তার একটা চুলও
ধরতে পারিনি। পেছন থেকে দুলতে থাকা আলো চিৎকার করে বলল:
ওরে কোথায় চললি: বলে যা! অ্যাশট্রে-ভরা ছাই যা ক্রমশঃ কাদা
হয়ে যাচ্ছিল, হাঁকপাঁক করে উঠল: আজ দিনটা অন্ততঃ থেকে
গেলে পারতিস্! আমি বললাম: দ্যাখ, কাল রায়তা আর বিরিয়ানি বানাব।
দুপুরের মায়াবী পর্দায় দেব চোখ-ট্যারা -করা নারী...
এই দুর্যোগের রাতে কোথায় চললি?!

আমাদের সম্মিলিত হাঁকডাক খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছিল ব্যালকনি থেকে।
আকাশে সবাই বিদ্রূপের মত হাসছিল আর লোকটা একবারও পিছন ফিরে
তাকাচ্ছিল না। নেমে যাচ্ছিল নিচে। অনেক নিচে, আরও নিচে।

এ ব্যাপারটা কবে ঘটে গেছে, ঠিকঠাক মনে নেই। শুধু এটুকু জানি, তারপর
থেকে আমি মাটিতে বুক ঘষে হাঁটি। বাচ্চারাও ভয় পায় না,
ইঁট ছুঁড়ে মারে। আমার তো আর ছোবল মারার ক্ষমতা নেই!

নীলাঞ্জন কুণ্ডু

ত্র্যহস্পর্শ বয়ে...

সকালবেলা ঘুমিয়ে আছে পাড়া
এ বাড়ির পাশে ও বাড়ির ছায়া পড়ে
রেডিওতে ফের ধর্ষণ হয় আজ
(তবু) বুকের মধ্যে আজও বৃষ্টি ঝরে!

তাই

জ্যোৎস্নার চাঁদ আজো ঝলসানো রুটি
দূরান্বয়ের হিসাবটি পরিপাটি
কালো জলেও চাঁদের ছায়া সাদা
অমাবস্যায় খুন মাখা হাত চাটি!

এখন

নিভৃত চেতন সাজিয়েছি সযতনে
লাশ গুনে গুনে উন্নয়নের সাজ
মর্ষকাম মানুষের অচেতনে
শব্দকে ছুঁতে জন্মভূমির লাজ!

একটি গ্রামীণ ব্যালাড

আনন্দ ঘোষ হাজরা

তোরা লোধা তোরা শবর অন্তে থাক
ও শবরী বালিকা তোরা মোরঙ-পিচ্ছ কোমর জুড়ে
গলায় দোলে গুঞ্জরীমাল দুলুক হাওয়ায় দুলতে থাক।
তোরা লোধা তোরা শবর তোদের দিন আর রাত্রি যাক
আশায় আশায় কখন পাবি বিপিএল আর নটের শাক।
তোরা লোধা তোরা শবর বিষাক্ত এই সভ্যতার
কেন্দ্রে কেন আসবি, তা বল, যা বলছি সেটাই মান
তোদের হৃদয় আমার হৃদি এক স্থানেতেই বর্তমান।
আমরা যদি ঢেকুর তুলি সেই ঢেকুরেই তোদের পেট
ভরবে ঠিকই, বলছে কাগজ বলছে ইলেকট্রনিক সেট।
ও শবরী বালিকা তোর মোরঙ-পিচ্ছ কোমর জুড়ে
গলায় দুলুক গুঞ্জরীমাল দুলুক হাওয়ায় দুলতে থাক।

লোধা এবং শবর তোরা প্রান্তে আছিস প্রান্তে থাক।

আকাশদীপ

অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন এসেছিলে দূরাগত শব্দের মতন
বুকের অঙ্গন জুড়ে
সাঁওতালী মাদলের ডাক।
দ্রিম দ্রিম বেজেছিল রক্তের স্রোতে।
অরণ্য গহন হতে এনেছিলে তুলে
কচি পল্লব-শাখা সাদা শালফুল
সাজানো খোঁপাটি বাহারিতে।

অতঃপর বাঁকাস্রোত নদীর ওপরে
নতমুখ ঘনপত্র তরুটির সনে
জ্যোৎস্নায়, রৌদ্রদিন, বৃষ্টির ভোরে
মরমের কথা বলা নয়নে নয়নে।

এখন আঁধার নামে বনান্তে প্রান্তরে—
কুয়াশা-কুরুশ-কাজ নদী আয়নায়।
হিমেল হাওয়ায় ওড়ে হলুদ পাতারা
কুসুমিত বৃক্ষডাল ভরে রিক্ততায়
তুমিও গিয়েছ চলে কোন দূর গ্রহে
তারাদের আলো মাখা সেই ছায়াপথ
আজো ডাকে ঘুম ঘোরে মৃদু ইশারায়
নক্ষত্র-নয়ন চুঁয়ে শিশির - শীকর
গোলাপ বাগানে তবু অশ্রু হয়ে ঝরে।